তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৬৫

**নরসিংদী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান**

**আব্দুল মতিন ভূঁইয়ার মৃত্যুতে শিল্পমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নরসিংদী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মতিন ভূঁইয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে ভারত সফররত মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন আলহাজ্ব আব্দুল মতিন ভূঁইয়া আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। তার মৃত্যুতে নরসিংদীবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

মন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মাহমুদুল/আরমান/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৬৪

**হাওড় অঞ্চলে দেশীয় মাছ রক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিকল্প নেই**

 **-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

হাওড় অঞ্চলে দেশীয় মাছ রক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ‘হাওড় অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান। মৎস্য অধিদপ্তর এ কর্মশালার আয়োজন করে।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, হাওড় অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করতে না পারলে সামগ্রিকভাবে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। হাওড়ের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় জনপ্রতিনিধি, মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবার সম্মিলিতভাবে কাজ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থে হাওড় অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। মাছ যত্নের সঙ্গে বেড়ে উঠার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য হাওড়ে দেশীয় মাছ রক্ষায় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। মৎস্য খামারিদের পোনা ও ছোট মাছের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। বেপরোয়াভাবে পোনা মাছ ধরা যাবে না। মাছ বেড়ে ওঠার জন্য অভয়াশ্রম দিতে হবে। প্রজনন মৌসুমে মা মাছ নিধন করা যাবে না, হাওড়ে নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করা যাবে না। অপরদিকে হাওড়ে কোনো বিষাক্ত রাসায়নিক বা কীটনাশক যাতে ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, ভাতে মাছের বাঙালির ঐতিহ্য এক সময় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ৩৯ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দেশীয় মাছ যাতে বিলুপ্ত না হয় সেজন্য ময়মনসিংহে লাইভ জিন ব্যাংক করা হয়েছে। মন্ত্রী আরো যোগ করেন, মৎস্য আহরণ বন্ধকালে মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ বিতরণসহ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে মাছ ধরা বন্ধ থাকলে মৎস্যজীবীরাই লাভবান হবেন। মৎস্যজীবীদের লাভের জন্যই সরকার কাজ করছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জাকারিয়া এবং সিলেট রেঞ্জের অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক এম এ জলিল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক অলক কুমার সাহা। মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক ড. উর্মি বিনতে সালামসহ স্থানীয় মৎস্যজীবী ও মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

ইফতেখার/আরমান/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬৩

**নয়াদিল্লিতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৩তম সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৩তম সীমান্ত সম্মেলন ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান, বিএএম, এনডিসি, পিএসসি এর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল এবং বিএসএফ মহাপরিচালক ড. সুজয় লাল থাওসেন, আইপিএস এর নেতৃত্বে ভারতের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

 সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালক সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা ও আহতের ঘটনা জোরালো ভাবে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিএসএফকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় আনার জন্য আহ্বান জানান। এ সময় বিএসএফ মহাপরিচালক সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। সীমান্তে উভয়পক্ষ পেশাদারিত্বের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হয়। তন্মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তে রাত্রিকালীন যৌথ টহল বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা, আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

 বৈঠকে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ যেমন- মাদক পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মানব পাচার, স্বর্ণ, অস্ত্র, জাল মুদ্রার নোট প্রভৃতি চোরাচালান রোধে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর উভয় পক্ষ হতে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উভয়পক্ষ তথ্য বিনিময় করে। এবিষয়ে ভবিষ্যতে অপরাধীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ পর্যায়ে বিনিময়েও উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

 সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে উভয় পক্ষ গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া ভারতে বসবাসকারী বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ভারত হতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ রোধে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি উভয় দেশের দালাল চক্র দমনে পরস্পরকে সহায়তা প্রদানে উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

 এ সময় বিএসএফ মহাপরিচালক সন্দেহভাজন ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিজিবি ও বাংলাদেশের অন্যান্য বাহিনীর গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। এ প্রেক্ষিতে বিজিবি মহাপরিচালক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ কখনও তার ভূমি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সন্ত্রাসীগোষ্ঠীকে ব্যবহারের সুযোগ দেয় না; ভবিষ্যতেও দেবে না।

 বৈঠকে উভয়পক্ষ, দুই দেশের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুবিধা ব্যবহার করে সীমান্তে সংগঠিত অপরাধ রোধে সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করতে একমত হয়। এ ছাড়া পূর্বানুমতি ছাড়া সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ শুরু না করার ব্যাপারে উভয়পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বন্ধ থাকা বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ জয়েন্ট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের ব্যাপারে সম্মত হয়।

 উল্লেখ্য, গত ১১ জুন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিস্থ বিএসএফ চাওলা ক্যাম্পে এ সীমান্ত সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ৪ দিনব্যাপী অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা শেষে ১৪ জুন যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সম্মেলনটি শেষ হয়।

#

শরীফুল/আরমান/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৬২

**দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে শেখ কামাল বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে**

 **--আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা: ১আষাঢ় (১৫ জুন):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে শেখ কামাল বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটি উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধাসহ একটি করে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া তিনি স্মার্ট ক্যাম্পাসকে ১ কোটি টাকা ইনোভেশন ফান্ড দেয়ার ঘোষণা দেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট ক্যাম্পাস বিনির্মাণ’ [শীর্ষক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা এবং ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক।](https://www.english-bangla.com/bntoen/index/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95)

অনলাইনে যুক্ত হয়ে নানক আগামীর বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ উল্লেখ করে বলেন, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজের জন্য ডিজিটাল সংযোগই মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মার্ট মডেল ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রিন, ক্লিন ও সেফ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট ও প্রেজেন্টেশন সাবমিট করবে। যাচাই বাচাই করে প্রথম স্থান অধিকারকারী প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি টাকা এবং বাছাইকৃত আরো ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ লাখ টাকা করে আইসিটি বিভাগ থেকে ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হবে।

পলক আরো বলেন, নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে ছাত্রলীগ ‘হার ক্রিয়েশন নামে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আইসিটি বিভাগ এ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, আইসিটি বিভাগ থেকে ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর থেকে স্মার্ট ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হবে স্মার্ট নাগরিকের রোল মডেল। শিক্ষার্থীদেরকে দেখেই যেন মানুষ বুঝতে পারে এরকমই হবে ২০৪১ সালের স্মার্ট নাগরিক। সেই দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে সৃজনশীল, উদ্ভাবনী, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাজহারুল কবির শয়নের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. তানভীর হাসান সৈকত।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হলের ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে সজীব ওয়াজেদ জয়ের উপহার বিশ্বজয়ের হাতিয়ার ল্যাপটপ তুলে দেন।

#

শহিদুল/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৩৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৬১

**আজকের বিশ্ব সভ্যতায় অগ্রগতির জন্য ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য**

 **--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আজকের বিশ্ব সভ্যতায় অগ্রগতির জন্য ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নকে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বাড়ি উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হবে।

 আজ ঢাকায় বিটিআরসি মিলনায়তনে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনায় মন্ত্রী তাঁর দপ্তর থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করতে একদেশ একরেট কর্মসূচি A4AI-সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, ব্রডব্যান্ডের ন্যায় মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও এই রেট কার্যকর করা হবে। সকল অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে একটি লাগসই জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী, জেলে, বেদে প্রমুখ শ্রেণির মানুষের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট সহজলভ্য করার পাশাপাশি তাদের জন্য ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা ও তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপশি বেসরকারি সংস্থা, সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসহ সকলকে সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ইন্টারনেট সহজলভ্য করলেই চলবে না, নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করার বিষয়টিও খুবই জরুরি।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকা মোবাইল ফোনের ফোরজি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হলে মানুষ উচ্চগতির মোবাইল ইন্টারনেট সুবিধা পাবে। এর ফলে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও মোবাইল ইন্টারনেটের মধ্যে বিদ্যমান গতির পার্থক্য অনেকটাই হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব, জুয়াসহ পর্নোগ্রাফি করা হচ্ছে। সরকার সীমিত প্রযুক্তি দিয়ে তা মোকাবিলার চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। মন্ত্রী এ সময় একটি অর্থবহ ব্রডব্যান্ড নীতিমালা তৈরির জন্য অংশীজনদের মতামত লিখিত আকারে পেশ করার পরামর্শ দেন।

 বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার শেখ রিয়াজ আহমেদ, A4AI এর পলিসি এন্ড রেগুলেটরি এক্সপার্ট আনজু মঙ্গল, উইমেন ইন ডিজিটাল এর সিইও নিলা আছিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাফিফা জামাল, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নোভা আহমেদসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারিখাত, সুশীল সমাজ, নারী, প্রতিবন্ধী, বাস্তচ্যুত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিম পারভেজ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

#

 শেফায়েত/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৬০

**তরুণদেরকে ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ধ্বংসের শিক্ষা দিচ্ছে বিএনপি**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, মির্জা ফখরুল সাহেবসহ বিএনপি নেতারা তরুণদেরকে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ধ্বংসের শিক্ষা দিচ্ছেন, অগ্নিসন্ত্রাসের শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘বুধবার চট্টগ্রামের জামালখান এলাকার রাস্তায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অমর ভূমিকা রাখা মাস্টারদা সূর্যসেন, মাওলানা মনিরুজ্জামান থেকে শুরু করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং স্বযত্নে রক্ষিত ম্যুরালগুলো বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশে যাওয়ার পথে তারা ভাঙচুর করেছে। এর অর্থ বিএনপি আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কোনটাই মানে না এবং ধ্বংস করতে চায়। আমার প্রশ্ন, তারা তরুণদের কি শিক্ষা দিচ্ছে? এই ভাঙচুর, অগ্নিসন্ত্রাসের শিক্ষা দিচ্ছে!’

আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের (বিএসপি) নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের কোথাও রাস্তার পাশে এতো সুন্দরভাবে ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রদর্শনী নেই, যেটি চট্টগ্রামের জামালখান এলাকায় করা হয়েছে। প্রায় শতাধিক বিভিন্ন চিত্রকর্ম সেখানে স্থান পেয়েছে। এই দৃষ্টিনন্দন দেয়ালে আমাদের পুরো ইতিহাস তুলে আনা হয়েছে এবং সেগুলো তারা ভাঙচুর করেছে। এ অপরাধের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলা হয়েছে এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর।’

**বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক পণ্য বানাবেন না**

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেব যখন বক্তৃতা করে তখন মনে হয় ভেতরে ভেতরে উনি ‘এফআরসিএস’ পাস করেছেন, উনি এখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও বটে। কারণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, আর মির্জা ফখরুল সাহেব গলা ফাটিয়ে বলেন উনি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে। এখন ডাক্তারদের কথা ঠিক না ফখরুল সাহেবের কথা ঠিক, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।’

‘বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য একজন মানুষের স্বাস্থ্যকে রাজনীতিকরণ করার উদাহরণ’ উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘তারা বেগম জিয়াকে রাজনীতির পণ্য বানিয়েছে। এটা তার জন্য প্রচণ্ড অবমাননাকর। বেগম জিয়ার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা এবং সম্মান রেখে আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাবো, দয়া করে বেগম জিয়াকে বা বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক পণ্য বানাবেন না।’

সাংবাদিকরা এ সময় প্রশ্ন করেন- ছয় জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশে নির্বাচন বিষয়ে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেওয়ার খবর, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রায় দুইশত বাংলাদেশির প্রতিবাদলিপি দেওয়া এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কংগ্রেসম্যানদের চিঠি না পাওয়ার খবর বেরিয়েছে, এ বিষয়ে আপনার মত কি? এর জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘বিএনপি তো ইতোপূর্বে কংগ্রেসম্যানদের নামে ভুয়া চিঠিও প্রকাশ করেছিলো। যেখানে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে তারা চিঠি পায়নি, সেখানে কংগ্রেসম্যানদের চিঠির যথার্থতা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়। তবে কংগ্রেসম্যানরা এ রকম চিঠি দিতেই পারে। শতশত কংগ্রেসম্যানের মধ্যে ৬ জন কংগ্রেসম্যান চিঠি দিয়েছে -এগুলো বাংলাদেশেই খবর হয়, অন্য কোনো দেশে খবর হয় না।’

**নিউজপ্রিন্ট সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে**

এর আগে বিএসপি সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোজাফফর হোসেন পল্টু এবং বিএসপির সাধারণ সম্পাদক জি এম কিবরিয়া তাদের বক্তৃতায় সংবাদপত্র পরিষদের পক্ষে নিউজপ্রিন্টের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা, বিগত অর্থবছরগুলোর ক্রোড়পত্রের বকেয়া বিল পরিশোধ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে বিএসপি সদস্য অন্তর্ভুক্তি, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান ব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণসহ কয়েক দফা দাবি তুলে ধরেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে নিউজপ্রিন্ট ব্যবসার একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। এই সিন্ডিকেট দাম বাড়ায় কমায়। এই সিন্ডিকেটের কারণেই সরকারের কয়েক দফা উদ্যোগের পরও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল চালু করা সম্ভবপর হয়নি। আগে যখন বাংলাদেশে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট দিয়ে পত্রিকা ছাপানো হতো তখন বিজ্ঞাপন বাদে শুধু পত্রিকা বিক্রির অর্থ দিয়েই মোটামুটিভাবে পত্রিকা চালানো যেতো। কিন্তু এখন নিউজপ্রিন্টের একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, এটা ভাঙতে হবে। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথেও কয়েক দফা আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে সবারই সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘আর আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমাদের মন্ত্রণালয়ের অব্যয়িত কয়েক কোটি টাকা আমরা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে দেওয়ার প্রস্তাব করেছি, যাতে বকেয়া বিল পরিশোধ করতে পারে। আর দেশে যখন এক-দেড়শ’ পত্রিকা ছিলো তখন বিজ্ঞাপন কেন্দ্রীয়ভাবে ছিলো । এখন সাড়ে ১২শ’ পত্রিকা আর বিজ্ঞাপন এতো বেশি যে বাস্তবতার নিরিখে এগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।’

#

আকরাম/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২১৫৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**,** ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৫৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৭ হাজার ১৫১ জন।

#

সুলতানা/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৫৮

**১৮ জুন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদেরকে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে**

 **--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা: ১আষাঢ় (১৫ জুন):

আগামী ১৮ জুন ৬-৫৯ মাস বয়সী দুই লাখ বিশ হাজার শিশুকে দেশের সকল সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য নির্ধারিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে একযোগে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর বনানীতে শেরাটন হোটেলে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন এর প্রচারণা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান।

ব্রিফিং-এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, দেশের ৬-১১ মাস বয়সী ২৫ লাখ শিশু ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১ কোটি ৯৫ লাখ শিশুসহ মোট ২ কোটি ২০ লাখ শিশুকে লাল ও নীল রঙের ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ দিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মোট ৪০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ১ লাখ ২০ হাজার কেন্দ্রে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে কাজ করবে।

ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসার আগে শিশুকে ভরাপেটে কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে এবং ৬ মাসের কম বয়সী ও ৫ বছরের বেশি বয়সী এবং অসুস্থ শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইনের ব্রিফিং শেষে একই স্থানে ‘বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এবং মশার কামড় থেকে নিরাপদে থাকতে সরকারিভাবে দেড় কোটি বিশেষ মশারি বিনামূল্যে মানুষকে দেয়া হয়েছে। ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ ম্যালেরিয়া নিয়ে সতর্ক থাকতে ভালো প্রচারণা করা হয়েছে বলেই দেশে এবছর ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু শূন্যে নেমে এসেছে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছরে ম্যালেরিয়া রোগী কমে এসেছে ৭৮ শতাংশ এবং মৃত্যু কমেছে ৯১ শতাংশ। তিনি বলেন, বর্তমানে মানুষ সঠিক সময়ে ভালো চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে বলেই ম্যালেরিয়া অনেক কমে গেছে।

উল্লেখ্য, দেশের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি এই তিন জেলায় সব থেকে বেশি ম্যালেরিয়া রোগী পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. বর্ধন জং রানা, সিডিসি’র পরিচালক নাজমুল ইসলামসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

#

 মাইদুল/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৩৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫৭

**বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন):

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সকল মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম থেকে শহরে সর্বত্র বর্জ্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বর্ধিত বর্জ্য নিষ্পত্তি করতে না পারলে দেশে সার্বিক পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেবে। সেজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে গৃহস্থালির বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য এক যুগান্তকারী অর্জন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে ‘বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টে’র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ বিষয়ক এক সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। সভার উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

 মন্ত্রী বলেন, ইনসিনারেশন ব্যবস্থা অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যাতে পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকে। ঢাকার আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে এই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট নির্মাণ করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ৩০০০ টন মিক্সড বর্জ্য থেকে প্রতিদিন ৪২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। স্পন্সর হিসেবে চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন বিদ্যুৎ উৎপাদনের এ ইনসিনারেশন প্লান্টে যুক্ত থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ প্রকল্প আগামী ২৪ মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ২৫ বছর পর্যন্ত ক্রয় করবে।

 বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, টেকসই উন্নয়নের জন্য এ ধরনের প্রকল্পের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন আমাদের বর্জ্য নিষ্পত্তি হবে তেমনি বিদ্যুতের মতো অতি প্রয়োজনীয় শক্তিও আমরা উৎপাদন করতে পারব, যা আমাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে।

 এ সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

 এ সময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় তা আমাদের বিদ্যুৎ খাতকে আরো শক্তিশালী করবে।

#

হেমায়েত/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী       নম্বর: ২১৫৬

**কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করা হবে**

 **-শিক্ষা উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৫ জুন):

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, কারিগরি শিক্ষাকে একটি পৃথক শিক্ষা ধারা হিসেবে না রেখে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্যও দক্ষতা নির্ভর শিক্ষা প্রদান করা হবে।

উপমন্ত্রী আজ রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) -এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে একথা বলেন।

মহিবুল হাসান বলেন, উচ্চ শিক্ষা শেষ করেও বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা নেয়ার সুযোগ আরো বাড়ানো হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষা হিসেবে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: মহসিন, বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ডুয়েটের অধ্যাপক ড. রায়হান এবং আইডিইবি'র সভাপতি আব্দুল হামিদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রের রেক্টর ড. ওমর ফারুক।

#

জাহিদ/মেহেদী/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর: ২১৫৫

**জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুল্যুশন গৃহীত**

নিউইয়র্ক, ১৫ জুন :

গতকাল জাতিসংঘসাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ উত্থাপিত ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বাংলাদেশের পক্ষে রেজুল্যুশনটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি উপস্থাপনের সময় রাষ্ট্রদূত মুহিত বিভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে শান্তির সংস্কৃতির অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, সহিংসতা ও সংঘাত উত্তরণে সংলাপ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রেজুল্যুশনটি প্রথমবারের মতো গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশ ‘শান্তির সংস্কৃতি’ রেজুল্যুশনটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করে উচ্চ পর্যায়ের একটি ফোরামের আয়োজন করে আসছে। এতে ন্যায়বিচার, সাম্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সারা বিশ্বে শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার জন্য শান্তির সংস্কৃতির রূপান্তরমূলক ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়।

এবারের রেজুল্যুশনটি বিশ্বব্যাপী নানাবিধ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় সকল সদস্য রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর আলোকপাত করে। এটি সর্বস্তরে প্রতিরোধমূলক কূটনীতি ও সংলাপ জোরদার করার ওপর জোর দেয়। সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধানে নারীর অগ্রণী ভূমিকার পুনর্ব্যক্ত করে এটি এই ধরনের প্রক্রিয়ায় নারীদের পূর্ণ, সমান ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া, রেজুল্যুশনটি সহিংসতা ও সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবিলা করাসহ চলমান ডিজিটাল রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে শান্তির সংস্কৃতিকে আরো উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।

রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, সময়ের সাথে সাথে রেজুল্যুশনটির প্রাসঙ্গিকতা বহুগুণে বেড়েছে, এর ফলে জাতিসংঘের প্রধান প্রধান কার্যাবলীতে ‘শান্তির সংস্কৃতি’ ধারণাটি বৃহত্তর পদচিহ্ন রাখতে পেরেছে এবং একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী রেজুল্যুশনে পরিণত হতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন, ‘দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত যা বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘ সনদের দায়বদ্ধতার পরিপূরক হিসেবেও ভূমিকা রেখে চলেছে।

এবছর ১০০টির বেশি দেশ বাংলাদেশের এই রেজুল্যুশনটিকে কো-স্পন্সর করেছে যা ‘শান্তির সংস্কৃতি’ ধারণা এগিয়ে নিতে ব্যাপক সমর্থন। রেজুল্যুশনটির প্রতি অব্যাহত এই সমর্থন ও প্রতিবছর সর্বসম্মতভাবে এটি গ্রহণ, শান্তির প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশাল আস্থারই সাক্ষ্য বহন করে।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা